26

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 03 JUN 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

সন্ত্রাসের কবলে ভর্তি পরীক্ষা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেছে। ১৯৯৬-৯৭ সেশনের প্রথম বর্ষ অনার্স ক্লাসে ছাত্রছাত্রীরা কবে ভর্তি হতে পারবে তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সাধারণত এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ইতোমধ্যে আরেকটি এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হতে চলেছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা ও ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত করার একমাত্র কারণ সন্ত্রাস, আরো নির্দিষ্ট করে বলা চলে, মৌলবাদী জামাতে ইসলামীর অঙ্গ সংগঠন ছাত্রশিবিরের সন্ত্রাস। তারা সশস্ত্র সন্ত্রাসের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বিভাগভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতির বিরোধিতা করছে। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে পরাজিতদের একটি নতুন শিক্ষক সংগঠন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কি পদ্ধতিতে নতুন ছাত্র ভর্তি করা হবে, তা নির্ধারণ করবেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জানাচ্ছেন যে, নতুন পদ্ধতির পক্ষে সাঁইত্রিশটি বিভাগের মধ্যে বত্রিশটি বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি সুপারিশ করেছে। কিন্তু ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসী ক্যাডাররা এর বিরোধিতা করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে রেখেছে। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো জামাতে ইসলামীর নেতারা সন্ত্রাসীদের পক্ষে বক্তৃতা বিবৃতি দিচ্ছেন। গত ২৬শে এপ্রিল থেকে জামাতপন্থী শিক্ষকরা তো ধর্মঘট করেই চলেছেন। ছাত্রশিবিরের কাছে ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে দলের স্বার্থ বড় এবং তাদের সমর্থক শিক্ষকদের কাছে শিক্ষার চেয়ে দলীয় স্বার্থ বড়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম স্তব্ধ করে দিতে এরা উঠেপড়ে লেগেছেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক পক্ষ আরেক পক্ষের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে সন্ত্রাসীরা উত্তরবঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনকে ধ্বংস করার উদ্যোগ নিচ্ছে। রাজশাহী বিভাগে একটিমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের উত্তরাঞ্চল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক্যাচমেন্ট এরিয়া'। পেটোয়া বাহিনী দিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম জিম্মি করে রাখার অর্থ হলো উত্তরাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনকে বিপর্যয়ের মুখে ফেলা।

বিগত দু'দশক ধরে দুধকলা দিয়ে পোষা কালসাপ ছাত্রশিবির এখন 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' হয়েছে। এসব সন্ত্রাসীদের মোকাবেলা করতে যেয়ে রাজশাহীর আইন-শৃংখলা কর্তৃপক্ষও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন নানা সময়ে। রাজধানী থেকে দূরে থাকার ফলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করতেও ব্যর্থ হচ্ছে। পরিস্থিতি আর কতটা খারাপ হলে সরকার যথাযথ উদ্যোগ নেবেন, সেটাই এখনপ্রশ্ন।

ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতিকে কেন মৌলবাদীরা রাজনৈতিক হাতিয়ার করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংস করার উদ্যোগ নিয়েছে, তার নানারকম ব্যাখ্যা আছে; কিন্তু এ কথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা শুধু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তপক্ষের। এ ব্যাপারে 'নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন' করার অধিকারও কারো নেই, ভর্তির ফরম ছিনতাই করাটা তো শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সন্ত্রাসীদের মোকাবেলা করতে না পেরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতায়নে সরকার কি পদক্ষেপ নেন তা দেখার অপেক্ষায় এখন রয়েছে সবাই।